ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

এসডিজি-১৬ ও সুশাসন

সরকার, গণমাধ্যম ও জনগণ

রিজওয়ান-উল-আলম
পরিচালক (আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন)
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

২ মে ২০১৭

এসডিজি-১৬ ও সুশাসন

সরকার, গণমাধ্যম ও জনগণ

ভূমিকা: জনগনকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে সংবাদ ও তথ্য প্রচারই গণমাধ্যমের প্রধানতম দায়িত্ব। সময়ের পরিক্রমায় গণমাধ্যম রাষ্ট্রের 'চতুর্থ স্তম্ভ' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ১৯ অনুযায়ী মত প্রকাশ একটি মৌলিক অধিকার।[১] বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯-এ বাক-স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে[২]।

তথ্য অবহিতকরণ এবং জনমত গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন গবেষণায়[৩] রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, কার্যকর আইন ও নীতি প্রণয়ন, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও আইনের শাসন নিশ্চিতকরণে, সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায়, দুর্নীতি প্রতিরোধে, তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বোপরি জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপনে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

এই নিবন্ধে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা Sustainable Development Goal (SDGs) এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে সুশাসন সম্পর্কিত এসডিজি-১৬'র বাস্তবায়নে সরকার, গণমাধ্যম ও জনগনের আন্তসম্পর্ক-কে বিশ্লেষণে প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এই নিবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হল, এসডিজি অভীষ্ট ১৬ এর সুশাসন সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে গণমাধ্যমের ভূমিকা পর্যালোচনা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিবন্ধে প্রথমে এসডিজি-১৬'র সুশাসন সম্পর্কিত বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। এরপর সুশাসনের সম্পর্ক বিশ্লেষণের পর সরকার, গণমাধ্যম ও জনগণের আন্তসম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এসডিজি-১৬ এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের অনুকূলে কিভাবে জনমত গড়ে তোলা সম্ভব তা তুলে ধরা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা বা এসডিজি: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) হলো জাতিসংঘ ঘোষিত ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা। এতে মোট ১৭টি অভীষ্ঠ ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১৫ সালের ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশসহ ১৯৩টি দেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুমোদন করে।

এসডিজি'র ১৭টি অভিষ্ট হল: ১. দারিদ্র্য বিমোচন; ২. ক্ষুধামুক্তি; ৩. সুস্বাস্থ্য; ৪. মানসম্মত শিক্ষা; ৫. জেন্ডার সমতা; ৬. বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন; ৭. ব্যয়সাধ্য ও টেকসই জ্বালানি; ৮. সবার জন্য ভালো কর্মসংস্থান; ৯. উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো; ১০. বৈষম্য হ্রাসকরণ; ১১. টেকসই শহর; ১২. সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার; ১৩. জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ; ১৪. সমুদ্রের সুরক্ষা; ১৫. ভূমির সুরক্ষা; ১৬. শান্তি ও ন্যায়বিচার; এবং ১৭. লক্ষ্য অর্জনের জন্য অংশিদারিত্ব। [৪]

'বাদ যাবে না কেউ'- এই প্রতিপাদ্যে এসডিজি'র বিশেষ দিকগুলো হল: সম্পূর্ণতা, সার্বজনীনতা, সর্বব্যাপী, ক্ষুধামুক্তির শর্তাবলী, অংশগ্রণমূলক পরিকল্পনা, দারিদ্রতা থেকে ক্ষুধাকে আলাদাকরণ, অর্থায়ন, শান্তি প্রতিষ্ঠা, মূল্যায়ন ও জবাবদিহিতা।

এসডিজি-১৬ তে টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপুর্ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের প্রসার, বিচারলাভে সকলকে অভিগম্যতা প্রদান এবং সকল পর্যায়ে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।অভীষ্ট ১৬ অর্জন সফল হলে অন্যান্য অভীষ্টসমূহ অর্জন অনেকাংশেই সহজ হয়ে পড়বে।

এসডিজি-১৬ ও সুশাসন: এসডিজি-১৬ তে বিধৃত ১২টি সূচকের মধ্যে সাতটি লক্ষ্য সরাসরি সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত[৫]। এগুলো হল:

- আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সকলের সমান অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে।
- পাচার হওয়া সম্পদ উদ্ধার ও ফিরিয়ে আনা গতিশীল করতে হবে
- সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ আদান-প্রদান যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনতে হবে।
- সকল পর্যায়ে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

---

[১] http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
[২] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/sections_detail.php?id=367&sections_id=24587
[৩] Media and Good governance, UNESCO 2015, and Development, governance and the media, London School of Economics, 2007
[৪] sustainabledevelolopment.un.org
[৫] https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16

- সকল পর্যায়ে সাড়াপ্রদায়ী, অন্তভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত-গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- তথ্যের অবাধ অভিগম্যতা নিশ্চিত এবং মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে এবং
- টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্য সৃষ্টি করে না এমন আইন ও নীতিসমহের প্রসার ও প্রয়োগ করতে হবে।

গণমাধ্যম ও সুশাসন: সুশাসন এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিরাজমান। নোবেলজয়ী প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন মনে করেন দুর্ভিক্ষ সামাল দিতে একটি স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যম প্রাক-সতর্কীকরণ' ব্যবস্থা হিসেবে সরকারকে সহায়তা করতে পারে।[৬] হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিপা নরিস[৭] তার গবেষণায় দেখিয়েছেন উন্নত অর্থনীতি এবং মুক্ত গণমাধ্যমের মধ্যে 'আন্তঃসম্পর্ক' বিরাজমান। বিভিন্ন গবেষণা[৮] অনুযায়ী গণমাধ্যমের স্বাধীনতা যেখানে বেশী সেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা জোরালোভাবে হয়ে থাকে। কিছু গবেষণা অনুযায়ী[৯] যে দেশে তথ্য অধিকার ব্যাপকভাবে চর্চিত হয় সেই দেশগুলোতে দুর্নীতির মাত্রা সহনশীল পর্যায়ে থাকে। সরকার, গণমাধ্যম ও জনগনের আন্তঃসম্পর্কের আলোকে সুশাসনের বিষয়টিকে নিচের চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

সরকার, গণমাধ্যম ও জনগণের আন্তঃসম্পর্কের আলোকে সুশাসন

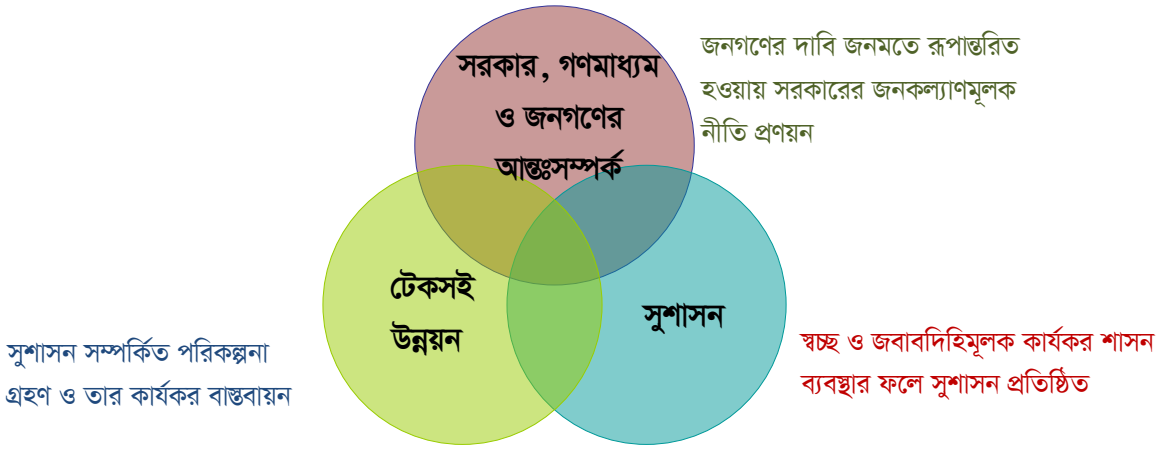

সরকার, গণমাধ্যম ও জনগনের আন্তঃসম্পর্ক: এই আন্তঃসম্পর্কের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সরকার এবং জনগণের মাঝে সেতু-বন্ধন তৈরিতে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকাকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। নিবন্ধের বিশ্লেষণ অনুযায়ী জনগণের দাবি জনমতে রূপান্তরিত হওয়ায় সরকার জনকল্যাণমূলক নীতি প্রণয়ণ করবে এবং সুশাসন সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক কার্যকর শাসন ব্যবস্থার কারণে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

নিবন্ধের বিশ্লেষণ অনুযায়ী জনগণ যদি মত প্রকাশের সুযোগ পায়, জনবিতর্কে অংশগ্রহণ করে এবং তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে, তবে গণমাধ্যমে সেই জনদাবি প্রতিফলিত হয়। এর ফলে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততার প্রতি চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং সামষ্টিক চাহিদার ভিত্তিতে সুশাসনের পক্ষে জনমত গড়ে উঠে। এই পরিস্থিতিতে সরকার জনগণের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে জনদাবি অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং গৃহীত কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে জনগণ সুফল লাভ করায় সরকারের গ্রহণযোগ্যতা ও আস্থা বৃদ্ধি পায়।

[৬] Development as Freedom, Amartya Sen, 2000
[৭] Public Sentinel: News Media and Governance Reforms, deited by Pippa No rris, The World Bank, 2009
[৮] Media and Good Governance, DFID Practice Paper, 2008 and Country base Study: Bangladesh, BBC Media Action, 2012
[৯] Media and Good governance, UNESCO 2015

এর বিপরীত চিত্রটি হল: সরকার যদি জনমত অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করে, মত প্রকাশের সুযোগ সীমিত করে দেয় তাহলে তখন সরকার জন-আস্থার সংকটের সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে গণমাধ্যম যদি নৈতিকতা বর্জিত সাংবাদিকতার চর্চা করে, তথ্য পরিবেশনায় স্ব-নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তখন গণমাধ্যমও জন-আস্থার সংকটের সম্মুখীন হয়।

সরকার জনমত উপেক্ষা করায় এবং গণমাধ্যম তথ্য পরিবেশনায় স্ব-নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলে জনগণ গুজব ও অপপ্রচারের শিকারে পরিনত হয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধান্বিত হয় এবং এর ফল হিসেবে সরকার ও গণমাধ্যম-এই দুটি পক্ষই তখন জনগণের কাছে আস্থা হারিয়ে ফেলে।

নিবন্ধের বিশ্লেষণ কাঠামোকে নিচের চিত্রে দেখানো হল:

এসডিজি ১৬'র সুশাসন সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সরকারের পরিকল্পনা: এসডিজি ১৬'র সুশাসন-বিষয়ক সাতটি সূচকের আওতাধীন বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রনালয় ও বিভাগের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছে[১০]। উদাহরণস্বরূপ: সুশাসন সম্পর্কিত এসডিজি ১৬'র অন্তর্ভুক্ত অন্যতম লক্ষ্য সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ আদান-প্রদান যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপর এবং তাকে সহয়তা করবে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, তথ্য মন্ত্রনালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), তথ্য কমিশন এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

এসডিজি'র উন্নয়ন পরিমাপকের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি সরকার ইতোমধ্যে চিহ্নিত করেছে।[১১] বাংলাদেশ সরকার সুশাসন-বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি মেটাতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-ভিত্তিক জরিপ পরিচালনার পরিকল্পনা করছে।

বাংলাদেশ সরকারের "প্রেক্ষিত পরিকল্পনা- রূপকল্প-২০২১"তেও স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুশাসনের প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে এসডিজি-১৬ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি গুরুত্বপূর্ন উপাদান হল তথ্য অধিকার আইন ও তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

[১০] http://www.plancomm.gov.bd/wp-content/uploads/2016/03/A-Handbook-Mapping-of-Ministries_-targets_-SDG_-7-FYP_2016.pdf
[১১] http://www.plancomm.gov.bd/wp-content/uploads/2017/01/Final_Data-Gap-Analysis-of-SDGs_Bangladesh-Perspective_23_02_2017.pdf

হিসেবে গণমাধ্যমের পাঁচটি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে আটটি কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করে[১২]। এগুলো হল: তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ; পক্ষপাতহীন ও স্বচ্ছ সরকারি বিজ্ঞাপন নীতি অনুসরণ; গণমাধ্যমে শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণ; সাংবাদিকদের জন্য 'ওয়েজ বোর্ডের' সুপারিশ বাস্তবায়ন; সংবাদকর্মীদের সংবাদ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজতকরণ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন; গণমাধ্যমের 'ওয়াচডগ' হিসাবে প্রেস কাউন্সিলের কার্যক্রম জোরদারকরণ; সাংবাদিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি; এবং তথ্য কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এসডিজি ১৬'র সুশাসন সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার যা করতে পারে: বাংলাদেশ সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কথা বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করেছেন। তবে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি হলে বা 'অনুকূল যোগাযোগের পরিবেশ' বিঘ্নিত হলেই গণমাধ্যমের পক্ষে সরকারকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হয় না। গণমাধ্যম যে 'পাবলিক গুড', এই বাস্তবতা মেনে নিতে সরকার কতটা আন্তরিক- তার ওপরেই নির্ভর করছে গণমাধ্যম কতটা স্বাধীনতা 'ভোগ' করবে। অন্যদিকে বিভিন্ন আইন ও নীতির বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাধীন সাংবাদিকতার পথকে অমসৃণ করার প্রবণতাও লক্ষণীয়। ইন্টারনেট বা ফেইসবুক বন্ধের মত আর কোন ঘটনা যদি বাংলাদেশে ঘটে, তবে তা নিশ্চিতভাবেই **এসডিজি ১৬'র সুশাসন সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে**কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকারকে জনগণের সাথে তার যোগাযোগকে কার্যকরভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। তথ্য যেন সঠিক সময়ে সাংবাদিকরা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা থাকতে হবে, তথ্যের যথার্থতা যাচাইয়ের সুযোগ থাকতে হবে, কারণ সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। জনগণের পক্ষ থেকে গণমাধ্যম জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা দাবী করলে গণমাধ্যমের উপর খড়্গ হস্ত হওয়া অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।

'বাদ যাবে না কেউ'- এসডিজির মর্মবাণীর আলোকে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে হলে এসডিজি'র সুশাসন বিষয়ক 'টেকনিক্যাল পরিভাষা'কে জনগণের সহজবোধ্য ভাষায় ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এসডিজিতে বর্ণিত সুশাসনে ভূমিকা পালনের জন্য জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং জন-অংশগ্রহণের মত বিষয়ে কঠিন ও কঠোর প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ গণমাধ্যম না পেলে জনগণের মাঝে সুশাসনের ধারণার ব্যাপ্তি ও বিস্তার ঘটানো সম্ভব না। সুশাসনের চাহিদা সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের যে তাৎপর্যময় ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে তা কার্যকরভাবে প্রতিপালনের জন্যই যোগাযোগের উপযোগী অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন। আর এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে সরকারের উন্নয়ন যোগাযোগ কৌশল প্রনয়ন। তথ্য মন্ত্রনালয়ের কর্মকান্ড ও পরিচালনা পদ্ধতিকে জন-বান্ধব করার কোন বিকল্প নেই। কমিউনিটি মিডিয়া, রেডিওকে সংবাদ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হলে তারা স্থানীয় প্রশাসনকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুশাসন নিশ্চিতে গণমাধ্যম তখনই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারবে যখন তার অনুকূল যোগাযোগের পরিবেশ থাকবে। জনগনকে তার অভিমত প্রকাশের সুযোগ দিলেই বরং গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজন হবে না।

এসডিজি ১৬'র সুশাসন সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে গণমাধ্যম যা করতে পারে: জনগনের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিতে একটি কার্যকর এবং সাড়াপ্রদায়ী সরকারের জন্য উত্তম সহায়ক শক্তি হল একটি মুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণমাধ্যম ব্যবস্থা। গণমাধ্যমের কল্যাণেই আমরা জানতে পারছি দেশে বিরাজমান লাগামহীন দুর্নীতির কথা, অপরাধ-প্রবনতার উদ্বেগজনক পরিস্থিতি, দুর্বল আইনের শাসন, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সরকারী সেবা প্রদানে স্বছতা এবং জবাবদিহিতার ঘাটতি, রাজনৈতিক সততার সংকটসহ নানাবিধ প্রতিকূলতার সংবাদ- এসব কিছুই উঠে আসছে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে। একই সাথে কিছু সংবাদপত্রে ইতিবাচক সংবাদ প্রকাশের প্রবণতাও লক্ষ্যণীয়।

তবে বাংলাদেশের গণমাধ্যম কতটুকু স্বাধীন তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। সর্বশেষ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী[১৩] বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আফগানিস্তানের চেয়েও পিছিয়ে পড়েছে। তবে সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের গণমাধ্যম পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করছে। উদাহরণ হিসেবে সংবাদপত্র, টেলিভশন চ্যানেল এবং রেডিও চ্যানেলের সংখ্যা বৃদ্ধিকে তুলে ধরা হয়। একই সাথে বাংলাদেশের গণমাধ্যম যথেচ্ছা সমালোচনা করার পরেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না মর্মে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

[১২]http://cabinet.portal.gov.bd/sites/default/files/files/cabinet.portal.gov.bd/page/f5ea77bf_4afc_4a71_bd2b_00c20ea6d7b5/CD_SPEC_GOVT_POLIC_bn_2_195.pdf

[১৩] https://rsf.org/en/ranking#

পক্ষান্তরে বাংলাদেশে 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে', বা বাংলাদেশের গণমাধ্যম 'আংশিক স্বাধীন' বা বাংলাদেশে 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হছে' মর্মে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা পর্যবেক্ষণকারী বিভিন্ন আন্তঃর্জাতিক সংস্থার অভিমত বা দেশের সুশীলসমাজের বক্তব্যকে সুনজরে না দেখার প্রবণতাও বিদ্যমান। রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে বাংলাদেশের সাংবাদিক মহলেও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্নে অভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় না।

টিআইবি ২০১৪ সালে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের সুশাসন সংক্রান্ত বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে। এগুলো হল[১৪]:

- গণমাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসনের ঘাটতি- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব, অর্গানোগ্রাম ও গভর্নিং বডির অনুপস্থিতি, কাজের নির্দিষ্ট সময় না থাকা, কর্মীর পাওনা পরিশোধে অনীহাসহ নানা প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও দুর্নীতি;
- আইনী সীমাবদ্ধতা- অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য আচরণবিধি না থাকা, সংবাদপত্রের জন্য প্রযোজ্য নিরীক্ষা আইন না থাকায় প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারা, লিখিত নীতিমালার অভাব;
- সংবাদকর্মীদের অধিকার রক্ষিত না হওয়া- ওয়েজবোর্ড সংক্রান্ত সমস্যা ও অনিয়ম, ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়ন না হওয়া;
- ক্ষেত্রবিশেষে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন ও পেশাদারিত্বে সক্ষমতার ঘাটতি;
- গণমাধ্যমে নারীদের জন্য অনুপযুক্ত কর্ম-পরিবেশ এবং তারা বেতন-ভাতা-প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার; এবং
- বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতিতে গণমাধ্যম কর্মীদের একাংশের সম্পৃক্ততা।

অন্য এক গবেষণা অনুযায়ী বাংলাদেশে দুর্নীতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলোর তথ্যের যথার্থতা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে, এবং দুর্নীতির অনেক প্রতিবেদনই অসমর্থিত সূত্রের ভিত্তিতে প্রণিত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রনোদিত।[১৫]

বাংলাদেশের ৩৩৫ জন সাংবাদিকের ওপর ২০১০ সালে পরিচালিত অন্য এক গবেষণা[১৬] থেকে জানা যায় যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাংবাদিক 'নৈতিক মানদণ্ড' অনুসরন করেন না। ২৭ শতাংশ সাংবাদিক জানতেন তাদের সহকর্মীরা কাদের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধাদি নিয়ে থাকেন। ৩০ শতাংশ স্বীকার করেছিলেন যে তারা সংবাদের সূত্রের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ৮৪ শতাংশ সাংবাদিক বলেছিলেন তাদের সম্পাদক জানতে চাইলে তারা তাদের সহকর্মীদের দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করতে রাজি আছেন। এই জরিপ থেকে এটিও জানা গিয়েছিল যে ৯৪ শতাংশ সাংবাদিক সাংবাদিকতার নৈতিকতার বার্তা-সমৃদ্ধ একটি সহায়িকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন।

বক্ষমান নিবন্ধের জন্য পরিচিত ৩৫ জন প্রবীণ-তরুণ সাংবাদিকের কাছে যোগাযোগ করে জানা যায় যে কোন সাংবাদিক-ই চাকুরিতে যোগদানের সময় 'ক' ফর্ম[১৭]-এ স্বাক্ষর করেন নি।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম সর্বদা 'জনস্বার্থে' পরিচালিত হয় নাকি 'বাণিজ্যিক স্বার্থ' রক্ষা করে সে বিতর্কও এখন জনমনে প্রবল হয়ে উঠেছে। কিছু ব্যতিক্রম বাদে সার্বিকভাবে গণমাধ্যমের মানের অবনতি হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। ইন্টারনেট ও ফেসবুকের কল্যাণে জনগণের অভিমত প্রকাশের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের সাথে 'একাত্মতা ঘোষণা'র জন্যই গণমাধ্যম একধরনের 'তুষ্টকারী' সাংবাদিকতার পথ বেছে নিয়েছে বলে একটি অভিমত রয়েছে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা শুধুমাত্র সাংবাদিকদের প্রতিবেদন লেখা বা মন্তব্য করার স্বাধীনতা নয়, এটি একই সাথে জনগনের জানার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। আর জানার জন্য তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা এসডিজি-১৬'র তথা সুশাসনের সাথেও সম্পর্কিত।

---

[১৪] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2014/fr_nis_14_bn.pdf

[১৫]http://dspace.bracu.ac.bd:8080/xmlui/bitstream/handle/10361/585/CGS%20working%20paper%203.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[16] Public Addministration in South Asia: India, Bangladesh and Pakistan, edited by Meghha Sabharwol and Evan M. Berman, CRC Press, Newyork, 2013

[১৭] সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনের ১১.২ ধারা অনুসারে ১৯৯৩ সালে প্রথম প্রেস কাউন্সিল আচরন বিধি প্রণিত হয়। ২০০২ সালে এই বিধিটি সংশোধিত হয়। প্রেস কাউন্সিল আচরণবিধিতে ২৪ ধারায় 'ক' ফর্ম ও ২৫ ধারায় 'খ' ফর্ম নামে দুইটি ফর্ম সংযুক্ত করা হয়েছে। সাংবাদিকতা পেশায় যোগদানের সময় 'ক' ফর্মটি একজন সাংবাদিককে স্বাক্ষর করতে হয় এবং 'খ' ফর্মটিতে একজন প্রকাশককে স্বাক্ষর করতে হয়। 'ক' ফর্মে মোট নয়টি বিষয়ে একজন সাংবাদিককে শপথ নিতে হয়। এই নয়টি বিষয় হল: ১. সততার সাথে সংবাদ পরিবেশন এবং সংবাদের ব্যাখা প্রদান; ২. ইচ্ছাকৃত বা ভুল করে কোন তথ্য গোপন বা চেপে না রাখা; ৩. সর্বদাই তথ্যের উৎস গোপন রাখা; ৪. সর্বদাই পেশাগত পবিত্রতা বজায় রাখা, পেশাগত ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা রক্ষা এবং সহকর্মীর কাছ থেকে অগ্রহণযোগ্য সুবিধা গ্রহণ না করা; ৫. দায়িত্বপালনে অন্যায় সুবিধা গ্রহণ থেকে বিরত এবং ব্যক্তি-স্বার্থের উর্ধ্বে থাকা; ৬. সংবাদ, ছবি এবং নথি সংগ্রহের সময় সততা বজায় রাখা; ৭. যে কোন সাক্ষাতকার গ্রহনের সময় পেশাগত পরিচয় প্রদান; ৮. আচরণের সময় সততা এবং পেশার পবিত্রতা সর্বোচ্চ মাত্রায় বজায় রেখে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জন-আস্থা অর্জন এবং ৯. সংবাদপত্র, সংবাদ-সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য প্রণিত এই আচরণবিধি প্রতিপালন।

ইন্টারনেট ভিত্তিক সংবাদের ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় নজরদারির উচ্চমাত্রায় বিরাজমান নয়। অনলাইন সংবাদপত্র জনগণের জন্য কথা বলার, তথ্যের আদান প্রদানের সুযোগ করলেও সেই ক্ষমতাকে দায়িত্বশীলতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

তাছাড়া গণমাধ্যম কর্তৃক সেন্সরশিপ স্ব-আরোপিত হলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তা জনগণের জানার অধিকারকে খর্ব করে। জনগণের জানার অধিকার খর্ব করার কোন অধিকার সরকার বা গণমাধ্যম কারোরই নেই।

দুর্নীতি প্রতিরোধে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ভূমিকা অপরিহার্য। এসডিজি ১৬-তে সুশাসন সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যাপকহারে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচার করা হলে তা সরকারকে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করবে। গণমাধ্যমে দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের গুরুত্বের স্বীকৃতি ও এ বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে টিআইবি ১৯৯৯ সাল থেকে প্রতিবছর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার প্রদান করে আসছে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মাধ্যমে সাধারণ পাঠক ও দর্শক-শ্রোতা দুর্নীতির ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্পর্কে যেমন অবহিত হন, অন্যদিকে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে প্রতিকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। এছাড়াও অনুসন্ধানী সাংবাদকিতা প্রশিক্ষণ এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ফেলোশিপের মাধ্যমে টিআইবি বাংলাদেশের সাংবাদিকদের সুশাসন বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা প্রদান করছে।

এসডিজি ১৬'র সুশাসন সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে জনগণ যা করতে পারে: একসময়ে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে 'পাঠকের চিঠি' শিরোনামে পাঠকদের অভিমত-মতামত প্রকাশিত হত। সেই ঐতিহ্য এখনো বিরাজমান থাকলেও তাতে পাঠকের অংশগ্রহন সীমিত হয়ে পড়েছে। ফোন-ইন এর মাধ্যমে টেলিভিশন বা বেতারে দর্শক-শ্রোতার সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ বেড়েছে, দর্শকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনেক টেলিভশনে সরাসরি বা রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে ইন্টারনেট এর কল্যাণে 'ব্লগ'-এ লেখালেখি বা সংবাদপত্রের অনলাইন সংস্করনে পাঠকদের অভিমত প্রকাশ সুযোগের পাশাপাশি ফেসবুকে মতামত প্রকাশের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সীমিত পর্যায়ের হলেও বাংলাদেশে 'নাগরিক সাংবাদিকতা'র প্রচলন শুরু হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমকে নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করে অসত্য সংবাদ/গুজব প্রকাশ, গোপনীয়তায় অনুপ্রবেশ, এবং উসকানিমূলক বক্তব্য প্রচারের মাধ্যমে নিরাপত্তাজনিত পরিস্থিতি সৃষ্টির উদাহরণও রয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদেও প্রচারণা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সরকার বিভিন্ন সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে, তেমনি এর উপর নজরদারি বাড়িয়েছে বহুগুণে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে টেকসই উন্নয়নের বিস্তার ঘটানোর ক্ষেত্রে নাগরিকদের সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। আর সে জন্যই 'গণমাধ্যম সাক্ষরতা'র বিষয়টি এখন বেশ আলোচিত। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়নে জনগনের আগ্রহ বাড়াতে, সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে জনগনের অংশগ্রহন বাড়াতে এবং নাগরিকদের দায়িত্বপালনে সহায়তা করতে গণমাধ্যম সাক্ষরতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এসডিজিতে যে স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তি এবং অংশগ্রহণমূলক শাসন-ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা গণমাধ্যম এবং নতুন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা সম্ভব। আর এ জন্য সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। গণমাধ্যম-কে নজরদারি করে এমন প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান; সংবাদ ন্যায়পালের ভূমিকার বিস্তার, জন-ফোরাম গঠন এবং এই জাতীয় ফোরামের মাধ্যমে গণমাধ্যম সাক্ষরতার বিষয়টির প্রসার বৃদ্ধি এবং গণমাধ্যম সাক্ষরতার বিষয়ে গবেষনা পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

উপসংহার: জন-আস্থা তথা পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া এবং পথটি মসৃন নয়। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে একটি সহায়ক আইনি পরিবেশ; গণমাধ্যমের অবকাঠামো এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্থিতিশীলতায় রাষ্ট্রীয় সমর্থন; গণমাধ্যমের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গণমাধ্যমের আধেয়ের মান ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধির মাধ্যমে জনআস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রশ্নে গণমাধ্যমকে সর্বদা যেমন সজাগ থাকতে হবে, ঠিক তেমনিভাবেই সরকারের শুদ্ধাচার কৌশলের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণমাধ্যমকে নিজস্ব সুশাসন ব্যবস্থাও সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সর্বোপরি, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার, গনমাধ্যম ও জনগনের নিরংকুশ ঐক্যমত গড়ে উঠলে এবং সে অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এসডিজি-১৬'র **সুশাসন সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রার কার্যকর** বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে।

-:সমাপ্ত:-